পিতা এবং সন্তানদের রুহানী মিলন

রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করছেন । এই রুহানী মেলা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই পালন করতে পারো। একমাত্র রুহানী বাবার সঙ্গে এই সঙ্গমের সময়েই এই মেলার আনন্দ প্রাপ্ত করো। তোমরা সবাই দীপাবলি উৎসবের মেলায় এসেছ তো ? মেলায় এক হয় পালন করা , দ্বিতীয় হল একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় , তৃতীয় হল কিছু নেওয়া, কিছু দেওয়া, চতুর্থ হল খেলাধূলা করা। তোমরা সকলেই এই চারটি কথাই পূর্ণ করেছ। মেলায় তো এসেছ কিন্তু পালন করা অর্থাৎ সদা অবিনাশী উৎসাহে ভরা , আনন্দে ভরা জীবনে সদা থাকার দৃঢ় সঙ্কল্প করা । এই রুহানী মেলায় আনন্দ অনুভব করা , অবিনাশী উৎসব পালন করা, এক দুই দিনের জন্যে নয় , সঙ্গমযুগ হলই সদা কালের উৎসব অর্থাৎ উৎসাহে বৃদ্ধি করে এই যুগ। তাহলে দীপাবলী যায়নি, বর্তমান সময় হল দীপাবলী । নতুন বছর সদাকালের জন্যে । প্রতিটা মুহূর্ত তোমার জন্যে নতুন । যেমন নতুন বছরে সেই দিন বিশেষ নতুন বস্ত্র , নতুন শৃঙ্গার , নতুন উৎসাহ এবং বিশেষ খুশীর দিন ভেবে সকলকে অভিনন্দন জানাও , মুখ মিষ্টি করাও , তেমনই তোমাদের অর্থাৎ রুহানী বাচ্চাদের জন্যে সঙ্গমযুগের প্রতিটা দিন হল অভিনন্দন জানাবার আর সর্বজনের প্রতি সদাকালের জন্যে মিষ্টিমুখ করানোর সময়। এইরূপ সদা উৎসাহে থাকা আর অন্যদেরও উৎসাহিত করা । মুখে সদা মিষ্টি কথা , এই হল মিষ্টিমুখ হওয়া আর অন্যদেরও মিষ্টি কথা দ্বারা , মিষ্টি বাবার স্মৃতি জাগানো , মিষ্টি সম্বন্ধে জুড়ে দেওয়া , এই হল মিষ্টি মুখ করা। তাহলে সদা মিষ্টি মুখ রয়েছে ? মিষ্টি কথার মিঠাই সদা তোমার মুখে রয়েছে আর সদা অন্যদেরও খাওয়াচ্ছো তো। প্রতিদিন শ্রেষ্ঠ স্থিতি অর্থাৎ প্রতিদিন নিজের মধ্যে নতুনত্ব ধারণ করছো তো। সেকেন্ড পার হল আর নতুন স্থিতি । এক সেকেন্ড পূর্বে যেমন স্থিতি ছিল পর সেকেন্ডে চড়তি কলা বা আরোহণ কলার অনুভূতির কারণে সদা শ্রেষ্ঠ বা নতুন হয়। তাহলে স্থিতি ধারণ করা অর্থাৎ নতুন বস্ত্র ধারণ করা। সত্যযুগে তো স্থূল রূপে সদা নতুন ড্রেস বা পোশাক পরবে , বিশ্ব মহারাজন বা রাজ্যবংশী পুরনো ড্রেস পরবেনা। তাহলে এই সংস্কার এখান থেকেই রাজ্য অধিকারী আত্মাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিটি মুহূর্তে নতুন স্থিতি এবং প্রতিটা সময় বাপ-দাদা দ্বারা জ্ঞান , বিজ্ঞান দ্বারা নতুন শৃঙ্গার চলছে । যেমন সবচেয়ে বেশী সম্পত্তিবান , সদা নতুন শৃঙ্গার করবে। তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পন্ন বাবা তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন বাচ্চাদের রোজ নতুন শৃঙ্গার করেন কিনা! তাহলে রোজ নতুন বছর হল কিনা ! নতুন বস্ত্র, নতুন শৃঙ্গার , নতুন উৎসব অর্থাৎ উৎসাহী এবং সদা মুখ মিষ্টি । নিরন্তর মুখে মিষ্টি সেইজন্য বাবাও রোজ কি বলেন ? মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই কথা পাক্কা স্মরণে রয়েছে তো। বাবাও বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা আর বাচ্চারা কি বলে ? (মিষ্টি বাবা) তো মুখে কি হল? তো রোজ নতুন বছর হল কিনা! নতুন বছর অর্থাৎ নতুন মুহূর্ত হয়ে গেল। তাহলে এইরকম পালন করেছ? নাকি উৎসব গেল তো উৎসাহও চলে গেল? এমন অল্পকালের পালন করোনি তো । এখানে রুহানী মেলা অর্থাৎ অবিনাশী মেলা , দ্বিতীয় কথা হল মেলায় মিলন বা মিলিত হওয়া । তো রুহানী মিলন অর্থাৎ মিলিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া । এইসব শুধুমাত্র গলায় মিলন নয় কিন্তু গুণের মিলন , সংস্কার মিলন। মিলন অর্থাৎ সমান হওয়া , সেইজন্য সংগের রঙের কথা গায়ন আছে। এমনভাবে রুহানী মেলায় মিলিত হয়েছ? নাকি শুধুমাত্র হাত মিলিয়েছ আর গলায় মিলেছ ? গুণের মিলন বা

সংস্কারের মিলন তো সদাকালের জন্যে রয় কিনা ? প্রতিদিন মিলনে থাকতে হবে। তাহলে চেক করো মেলায় এসে এমন মিলন পালন করেছ?

তৃতীয় কথা হল - নেওয়া আর দেওয়া। লৌকিক মেলায় পয়সা দিয়ে জিনিস নেবে । কিছু তো নেবেই। আর নেওয়ার আগে দিতেও হবে। তাহলে সদা-ই নাও কি? একে অপরের সদা বিশেষত্ব বা গুণ নিয়েই থাকো। সদা নাও কিনা ? যখন নাও অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করো। তো যখন বিশেষত্ব ধারণ করবে তো তার বদলে সাধারণ ভাব স্বত:তই সমাপ্ত হয়ে যাবে। গুণ ধারণ করলেই সেই গুণের ধারণার দুর্বলতা স্বত:তই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তো এটাই দেওয়া হয়ে গেল। তাহলে গুজরাট নিয়েছে আর দিয়েছে তো! দেওয়া - নেওয়া করেছে তো ? এই দেওয়া -নেওয়া প্রতি মুহূর্তে চলছে ,চলবে । প্রতি মুহূর্তে নিচ্ছো আর দিচ্ছো কেননা নেওয়ার সাথেই দেওয়া ফিক্স আছে। তো দেওয়ার সময়ে মুক্ত হস্ত নাকি কৃপণ ? মুক্তহস্তে দাও তো ? আর দিচ্ছোই বা কি? যাকিছু ব্যর্থ সেইসব বস্তুই তো দিচ্ছো ।

বাবা আসেনই তখন যখন সব বাচ্চারা সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে যায়। না থাকে দৈহিক শক্তি , না মনের শক্তি , না ধনের শক্তি । দেহের শক্তিতে রিক্ত - এর স্মারিকা হল শিবের বরযাত্রা কিরকম দেখানো হয়েছে? আর মনের শক্তির সমাপ্তির স্মারকচিহ্ন হল - " সদাকালের আহ্বান " । প্রতিদিন আহ্বান করতেই থাকে তাইনা ! ধনের শক্তির রিক্ততার চিহ্ন হল এখন যা একটু আধটু সোনা রয়েছে সরকারের নজর তার উপরেও আছে । ভয়ে ভয়ে সোনা ব্যবহার করে। যদিও বা ধন আছে তার নাম হল কি ? কালো ধন। যত বিশাল হবে ধনবানের নাম , তার ৯০% ব্ল্যাকমানি থাকবে। তাহলে নামের জন্যে ধন আছে নাকি কাজে লাগানোর জন্যে ? তাই যখন সব দিক থেকেই রিক্ত হয়ে যাও শুধুমাত্র সুদামার এক মুঠো চাল সম পরিস্থিতিতে এসে পড়ো তখন বাবা আসেন । শুকনো চাল খেলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে। শুধুমাত্র শুকনো চাল দাও তোমরা আর তার বদলে কি কি নাও ? সর্বগুন , সর্বশক্তি , সর্ব খাজানা । ৩৬ প্রকারের চেয়েও ভ্যারাইটি , তো নিয়েছ নাকি দিয়েছ ? মাটি যুক্ত শুকনো চাল এনে দাও তোমরা । মাটির স্মৃতিই তো থাকে তাইনা ! এখন তো পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু যখন বাবার কাছে এসেছিলে তখন মাটি যুক্ত তো ছিলে। মাটিকে দেখতে, মাটি দিয়ে খেলতে , আরও কি কি করতে। এখন রত্ন দিয়ে খেলছো। তাই নেওয়া আর দেওয়া সর্বদা চলতেই থাকবে। দিতে হবে মাটি যুক্ত শুকনো চাল তাতেও অনেক বাচ্চারা কত মান-অভিমান করে। আজ বলবে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু সুদামার মতন তারাও সাইডে লুকিয়ে রাখে। বাবা তো নিতে পারেন কিন্তু যে দিচ্ছে তার ভাগ্য তৈরী হচ্ছে কি? যদি কেড়ে নেওয়া হয় তবে দিয়ে প্রাপ্তির ভাগ্যে ঘাটতি রয়ে যাবে। এক গুণ দিয়ে পদ্মগুণ নেওয়া । তাহলে বুঝলে নেওয়া-দেওয়া আসলে হল কি !

যখন এমন মিলন, মেলা এবং নেওয়া-দেওয়া হয় তখন কি হয়? সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে খেলা করা হয়। সর্বদা অতিন্দ্রীয় সুখের দোলায় দোল খাওয়া হয়। তাহলে এমন মেলা পালন করেছ? এই রুহানী মেলা সদা পালন করো। আর এই মেলা হল প্রতিদিনের মেলা। বুঝেছো - আচ্ছা ।

এমনভাবে প্রতি সেকেন্ড মেলায় মেতে রয়, সর্বদা নিজের এবং সর্বজনের মিষ্টিমুখ করে , সর্বদা নবীন রূপে উৎসাহী হয়ে চলে অর্থাৎ সর্বদা উৎসব পালন করে , প্রতি সেকেন্ড আরোহণ কলায় নতুন

স্থিতি অর্থাৎ নতুন বস্ত্রধারী হয়ে থাকে , নতুন শৃঙ্গারে সুসজ্জিত থাকে, সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে খেলা করে , এমন রুহানী মেলায় মত্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

যুগলদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :-

নিজের বিশেষত্ব জান কি? এই গ্রুপের বিশেষত্ব কি? এই গ্রুপ সন্ন্যাসী , মহাত্মাদেরও মাথা নোয়াতে বাধ্য করে। সন্ন্যাসী অর্থাৎ আজকালকার মহান আত্মাবৃন্দ । তো আজকালকার মহাত্মাদেরও নিজ জীবনের উদাহরণ দ্বারা বাবার পরিচয় দিতে পারো তোমরা । এই বিশেষত্বকে সদা স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ নিলে প্রতিটি কর্ম উদাহরণ স্বরূপ চরিত্রে পরিণত হবে। যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে বর্ণনা করো কিনা । এখানে মধুবনে ব্রহ্মাবাবার চরিত্র ভূমি ভেবেই তো আসো তাইনা ! তাহলে যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে বিখ্যাত হয়েছে কেননা কর্ম হল শ্রেষ্ঠ , তেমনই এই গ্রুপের বিশেষত্ব হল প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে সম্পন্ন করে কারণ অলৌকিক পিতার সন্তানেরা সকলেই হল অলৌকিক । ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের হল অলৌকিক সম্বন্ধ । অলৌকিক পিতা , অলৌকিক বাচ্চারা আর অলৌকিক কর্ম । অলৌকিক কর্মকেই চরিত্র বলবে । তো সারাদিন অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে প্রত্যক্ষ হোক, সাধারণ নয় অলৌকিক হোক। অলৌকিক জীবনের অধিকারী যারা তাদের সাধারণ কর্ম হতে পারেনা।

সকলের গাড়ির দুই চাকাই ঠিক চলছে তো? কখনও কোনো চাকা নীচে উপরে তো হয় না? একটি চাকা আগে অন্যটি পিছনে চলে এমন হয়না তো? তোমাদের সকলের এই বিশেষত্বই হোক যে একে অপরের থেকে এগিয়েও চলো আবার একে অপরকে এগিয়ে চলায় সাহায্যও করো । একে অপরকে এগিয়ে যেতে সহযোগী হওয়া মানেই হল এগিয়ে চলা। এমন নয় আমি হলাম পুরুষ আর অন্যজন ভাববে আমি হলাম শক্তি । যদি তোমরা শক্তি হও তবে তারাও হল পান্ডব , কোনো অংশে কম নয় দুই পক্ষই। দুজনেই হলে বাবার সহযোগী সেইজন্য পান্ডব এগিয়ে নাকি শক্তিরা এগিয়ে বলা কঠিন । শক্তিদের এইজন্য ঢাল বলা হয় কারণ তারা নিজেদের অনেক সময় ধরে নীচে ভেবে এসেছে তাই তাদের নেশা বাড়াতে আগে রাখা হয়েছে । শক্তিদের আগে রাখলে পান্ডবদের অনেক লাভ রয়েছে । শক্তি পিছনে থাকলে তোমাদেরও পিছনে টানবে কেননা শক্তিদের কাছে আকর্ষণ শক্তি রয়েছে সেইজন্য শক্তিদের আগে করা মানে হল তোমাদের আগে হওয়া । এমনিতেও শক্তিরা হল পান্ডবদের ঢাল। পান্ডব কোথাও এমন ভাষণ দিলে ডান্ডা খেয়ে যাবে । গীতা পাঠশালা খুললে বলা হয় বোনদের পাঠাও। মাতা হলেন গুরু সেইজন্য মাতা স্বরূপে বিশ্বাসের ভাবনা সহজে আসে। ব্রহ্মাবাবাও ব্যাকবোন ছিলেন আর শক্তিদের আগে করলে তোমরাও হলে ব্রহ্মাবাবার সমজিন্স। তাহলে যেমন বাবা শক্তিদের আগে রেখেছিলেন তবে সফল হয়েছিলেন তেমনই তোমরাও শক্তিদের আগে রাখো তবেই সফলতা প্রাপ্ত করবে।

প্রবৃত্তিতে কোনোরকমের মনোমালিন্য নেই তো? কখনও বাসনে , বাসনে ঠোকাঠুকি তো হয়না ? কারণ কোনোরকম আওয়াজ হলে কি বলা হবে? ভগবানের সন্তান হয়ে কিনা বাসনে , বাসনে টক্কর লাগে ! এমনিতেও বাসনে, বাসনে লাগলে আওয়াজ তো হবেই কিন্তু এখানে আওয়াজ হবেনা কারণ মধ্যিখানে বাবা রয়েছেন । যেখানে বাবা এসে পড়েন মধ্যিখানে সেখানে কি আওয়াজ হবে? যখন বাবাকে মধ্য থেকে কিনারায় সরিয়ে দাও তখনই টক্কর হয় , আওয়াজ হয়। তো সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকো কিনা! বাবা সঙ্গে থাকলে কোনো কথা হলেও ঠিক হয়ে যাবে। যেমন কোনো দুইজনের কথায়

তৃতীয় জন প্রবেশ করলে কথা শেষ হয়ে যায় তাইনা ! তেমনই বাবাকে মধ্যে রাখলে কথা বাড়বেনা , বরং ফয়সালা হয়ে যাবে।

প্রবৃত্তিতে থেকেও সর্বদা দৈহিক সম্পর্ক থেকে নিবৃত্ত থাকো, তবেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের পার্ট প্লে করতে পারবে। আমি হলাম পুরুষ , সে হল স্ত্রী , এইরূপ ভান যেন স্বপ্নেও না আসে। আত্মা হল ভাই – ভাই তবে স্ত্রী–পুরুষ কোথা থেকে এলো? যুগল তো আপনি এবং বাবা , তাহলে সে আমার যুগল – এই কথা কিভাবে বলা যেতে পারে? শুধুমাত্র নিমিত্ত মাত্র সেবা অর্থে এই লৌকিক জুটি , বাকি কম্বাইন্ড রূপ তো হল আপনার এবং বাবার । তবুও বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন , হিম্মতের বা সাহসের জন্যে । সাহস রেখে আগে চলছো আর চলতে থাকবে । এই সাহসের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ।

কুমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :–

নিজেকে সর্বদা রাজঋষি ভাবো কি? অধিকারী আর ঋষি অর্থাৎ তপস্বী । নিজের রাজত্ব প্রাপ্ত হলে স্বত:তই তপস্বী রূপে পরিণত হয় কেননা যখন নিজের রাজত্ব হয় তখন স্বয়ংকে আত্মা ভাবলে বাবার আপন হলে , এই কর্মই তপস্যা স্বরূপ হয়ে যায়। আত্মা বাবার আপন হলেই তপস্বী রূপে পরিণত হয়। তো রাজত্ব এবং ঋষি একত্রে । তো সবাই স্বরাজ্য অধিকারী স্বরূপে পরিণত হয়েছ? কোনো কর্মেন্দ্রীয় যেন নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে, সদা যেন বাবার দিকে আকৃষ্ট হয় । কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুর দিকে যেন আকর্ষণ না যায়। এইরূপ রাজ্য–অধিকারী তপস্বী কুমার হয়েছ ? একেবারে বিজয়ী কারণ বায়ুমন্ডল তো কলিযুগী কিনা আর সঙ্গও রয়েছে হংস এবং বকপাখির । এমন পরিবেশে থেকে স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে থাকলেই সুরক্ষিত থাকবে। দুনিয়ার ভাইব্রেশনের আকর্ষণ একটুও যেন না থাকে। কোনো কমপ্লেন নেই সর্বদা কমপ্লিট । কুমারদের কমপ্লেন প্রাপ্ত হয়। কুমাররা যদি বিজয়ী হয় তো সবচেয়ে মহান তারা কেননা গভর্নমেন্টও ইয়ুথকে অগ্রসরের সুযোগ দেয়। তাতেও কুমারদের সংখ্যা বেশী থাকে। কুমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কারণ শক্তি অনেক আছে । কিন্তু সেই শক্তি ব্যর্থ যায়না তো ? সংকল্প এবং স্বপ্নে বাবা ছাড়া আর কেউ নয় তবে বলা হবে একনম্বর কুমার। কুমার নির্বিঘ্ন হলে সকলকে নির্বিঘ্ন করতে পারে। কুমারদের টাইটেল হলই বিঘ্ন–বিনাশক । কোনোরকমের বিঘ্ন – মন্সা , বাচা , কর্মণা কোনোরকম বিঘ্নের বশীভূত যাতে না হয় তাই টাইটেল হল বিঘ্ন–বিনাশক । গণেশ তো বাচ্চা হল কিনা । তাই তোমাদের স্মারকচিহ্ন রূপে বিঘ্ন–বিনাশক নাম প্রসিদ্ধ রয়েছে । প্র্যাক্টিকলে হয়েছ তবেই তো স্মৃতিচিহ্ন হয়েছে । বিঘ্ন–বিনাশক হলে স্বত:তই মন্সা দ্বারা সেবা হতেই থাকবে । বায়ুমন্ডলও নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে। যেমন তত্ব দ্বারা সীজেন চেন্জ হয় তেমনই বিঘ্ন–বিনাশক বাচ্চাদের দ্বারা বায়ুমন্ডল বদলে যাবে। তো চারিদিকে বিঘ্ন–বিনাশকের ঢেউ ছড়িয়ে যাক। সর্বদা এই কথাই স্মৃতিতে থাকুক যে আমাদের বিজয়ী বায়ুমন্ডল বানাতে হবে। যেমন সূর্য স্বয়ং শক্তিশালী হয় বলেই নিজের শক্তি দ্বারা চারিদিক প্রকাশিত করে , তেমনই শক্তিবান হও। কুমারদের কোনো কাজতো নিশ্চয়ই চাই , কুমার ফ্রী থাকলে খিটখিট হয়ে যাবে। কুমার বিজি থাকলে স্ব এর কল্যাণ , বিশ্বেরও কল্যাণ । তাই বিঘ্ন–বিনাশক রূপে বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে বিজি থাকো। নিজের বিশেষত্ব গুলি কাজে লাগাও। এক–এক জন কুমার অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মহাবীর রূপে অর্থাৎ মূর্ছিতকে সুরজিৎ করতে পারে। তো সর্বদা নিজের এই অকুপেশানকে স্মরণে রাখো। যেমন লৌকিক অকুপেশানকে ভুলে যায়না

কেউ তেমনই এই অলৌকিক অক্যুপেশনও যেন সর্বদা স্মরণে থাকে। সঙ্গমযুগেই বাবা প্রদত্ত টাইটেলের স্মৃতিতে থাকো। টাইটেলের স্মৃতি এলেই স্বত:তই জ্ঞান এবং জ্ঞান - দাতা দুজনেরই স্মৃতি রইবে । আচ্ছা ।

বরদান :- নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বান দ্বারা আবাগমনের (আসা-যাওয়ার) চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে এমন লাকি সিতারা বা ভাগ্যশালী নক্ষত্র ভব।

এবারে নিজের সম্পূর্ণ স্থিতি এবং সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বান করো তাহলেই সেই স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকবে ফলে এই যে কখনও উঁচু স্থিতি , কখনও নিচু স্থিতিতে যে আসা-যাওয়ার (আবাগমনের) চক্র চলে , বার বার স্মৃতি -বিস্মৃতির যে চক্রে আসা-যাওয়া করো , সেইসব চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তি চাইছে আর তোমরা ব্যর্থ বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল লাকি সিতারা অর্থাৎ ভাগ্যশালী নক্ষত্রবিশেষে পরিণত হও।

স্লোগান :- কোনোরকম বিঘ্নের বশে বশীভূত হওয়া অর্থাৎ হীরায় দাগ লাগানো ।